ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'আমি আর প্রেমে পড়তে চাই না, কাজই আমার প্রেম'

পৃঃ ৫

সম্ভবত বর্তমানে বিশ্বের সেরা ব্যাটার বাবর : কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২৭ ● কলকাতা ● ০১ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১৮ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নেহরুর পরিচয় তাঁর কাজেই',

মিউজিয়াম বিতর্কে মুখ খুললেন রাহুল গান্ধী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাম নয়, নিজের কাজের জন্যই সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন জওহরলাল নেহরু । দিল্লিতে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের নাম পরিবর্তন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী । ইতিমধ্যেই নাম পরিবর্তন নিয়ে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল কংগ্রেস ও বিজেপি। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই পালটা মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস শুধু নেহরুজি ও তাঁর পরিবারকে নিয়েই মাথা ঘামায়। অন্য কেউ দলে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটাই নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেসের মধ্যে তফাত। নতুন মিউজিয়ামে দেশের সকল প্রধানমন্ত্রীকেই সমান গুরুত্ব ও সম্মান দিয়েছেন মোদিজি।' বুধবার দিনভর বিতর্কের পরেই মিউজিয়ামের নাম বিতর্কে মুখ খোলেন নেহরুর প্রপৌত্র রাহুল। লেহ যাওয়ার পথে দিল্লি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'নেহরুজির পরিচয় মেলে তাঁর কাজ থেকে, নাম দিয়ে নয়।' প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা দিবসেই কার্যকর হয়েছে এই মিউজিয়ামের নতুন নাম। তারপর থেকেই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছে কংগ্রেস-

এরপর ৩ পাতায়

সরকারি জমির চরিত্র বদল,

একাধিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নবান্নের

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একের পর এক সরকারি জমির চরিত্র বদল। সরকারি খাস জমির চরিত্র বদল হয়ে সেই জমি চলে যাচ্ছে অসাধু চক্রের হাতে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি জমি কেন দখল হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে কড়া মনোভাব প্রকাশ করেন। দফতরের এক আধিকারিকের কথায় ঋণ পেতে জমি সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। জমি বেশি হলে বাড়ে ঋণের অঙ্ক। এসব ক্ষেত্রে মূলত নথির ওপর ভিত্তি করে ঋণ দেওয়া হয়। ফলে জমির পরিমাণ কম হলেও অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা পান মালিক। নবান্ন সূত্রে খবর, জেলা প্রশাসনকে পাঠানো সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে নবান্নর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মিউটেশন বা ল্যান্ড রেকর্ড সংক্রান্ত কোনও কাজ করার সময় জেলায় নিযুক্ত রেভিনিউ অফিসার রা ভুল তথ্য এন্ট্রি করছেন। এই কারণেই বাস্তবের সঙ্গে বিস্তার ফারাক তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে গোটা বিষয়টি নজরে আসায় মহকুমায় নিযুক্ত ভূমি সংস্কার আধিকারিককে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য সচিব বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে করা একটি বৈঠকে বিভিন্ন জেলার বিএলআরও-দের সতর্ক করেন। অ্যান্টি করাপশন সেল-কেও আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্য সচিব বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।শুধু তাই নয়, ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট চান মুখ্যমন্ত্রী। যদিও গোটা বিষয়টি নজরে আসে নবান্নের ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকদের বেশ কয়েক মাস আগেই। নবান্ন সূত্রে খবর, 'ল্যান্ড রেকর্ডস'-এ তথ্যের গরমিলের জেরে এখনও পর্যন্ত ৩৫ জনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে

এরপর ৩ পাতায়

দিলীপকে দিল্লিতে জরুরি তলব শাহর,

এবার কি মানভঞ্জনের পালা?

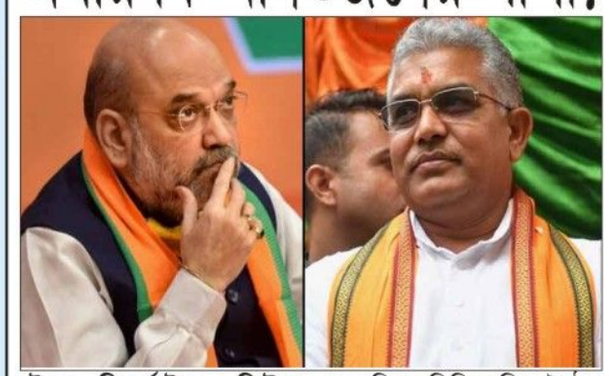

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার দিলীপ ঘোষকে একান্ত বৈঠকের জন্য দিল্লি ডেকে পাঠালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় মেদিনীপুরের সাংসদের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করতে পারেন শাহ। শুভেন্দু-সুকান্তদের এড়িয়ে আলাদা করে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে কেন বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে শাহের দপ্তর থেকে ফোন আসে দিলীপের কাছ থেকে। তিনি নিজেই সেকথা জানিয়েছেন। এমনিতেই সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল দিলীপ ঘোষের। সন্ধেয় শাহের সঙ্গে দেখাও করবেন তিনি। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে ফোন করেছিল। দিল্লি যাচ্ছি। বৈঠক হবে।' কেন এই সাক্ষাত, সেটা নিয়ে রহস্য থেকেই যাচ্ছে।জল্পনা বিজেপির অন্দরেই। হিসাব মতো তিনিই বঙ্গ বিজেপির সবচেয়ে সফল সভাপতি। তাঁর আমলে ১৮টি লোকসভা আসন জিতেছে গেরুয়া শিবির। কার্যত শূন্য থেকে বিজেপিকে রাজ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ্য সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরানোর পর ক্রমশ নিম্নমুখীই হয়েছে বিজেপির গ্রাফ। দিলীপ ঘোষ যে বিজেপির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা দেখা গিয়েছে রাজ্য সভাপতি পদ থেকে তাঁর অপসারণের পর থেকেই। অথচ, সেই দিলীপের বর্তমান পরিচয়, তিনি দলের একজন

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

সারাদিন কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

দৈনিক পূর্বাভাস-এর

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন মোমিন মেহেদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৩০ বছরের ঐতিহ্যবাহী দৈনিক পূর্বাভাস-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক-এর দায়িত্ব নিয়েছেন মোমিন মেহেদী। একাধারে রাজনীতিক-কলামিস্ট ও সাহিত্যিক মোমিন মেহেদীকে প্রধান সম্পাদক আইয়ুব রানা ১৭ আগস্ট সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব প্রদান করেন।

মোমিন মেহেদী ২০০০ সাল থেকে দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল, আজকের কাগজ (বরিশাল অফিস), দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সমাচার, দৈনিক খবরপত্রসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার আন্দোলন জোটের সাধারণ সম্পাদক(২০০৪-৫) এবং সভাপতি (২০০৫-৯) দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু লেখক পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৬৭ টি। ১৯৮৫ সালের ২৮ আগস্ট ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণকারী মোমিন মেহেদীর পৈত্রিক নিবাস বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার চানপুরে।

মঙ্গলে বিধানসভায় হিসাব

বুঝে নেওয়ার হুমকি ব্রাত্যকে!

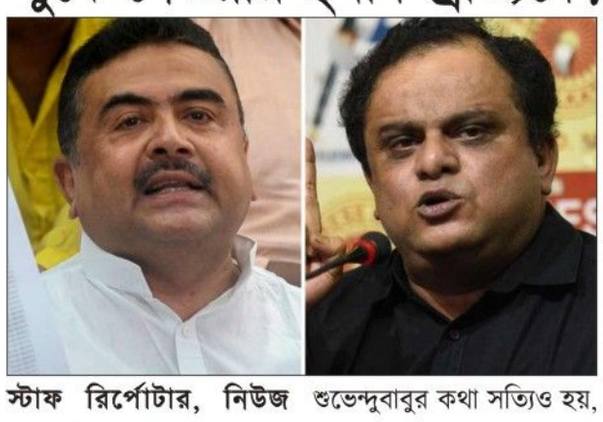

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় এ বার সুর চড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী। মৃত পড়ুয়ার নদিয়ার বাড়িতে ১৫ জন বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিজেপির যুবমোর্চার সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকেও বিঁধেছেন শুভেন্দু ।শুভেন্দুর অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন-চারটি সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী মমতার 'বি-টিম' হয়ে কাজ করছে। হুঁশিয়ারি দিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, "পুলিশের উপর ভরসা নেই। যাদবপুরে ৩-৪টি সংগঠন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বি-টিম। নো ভোট টু বিজেপির হয়ে তারা প্রচার করেছিল। যাদবপুর থেকে ব্লিচিং ফিনাইল দিয়ে এদের পরিষ্কার করতে হবে। যাদবপুর থেকে উপড়ে ফেলতে হবে এদের।"

পাল্টা শান্তনুর জবাব, "যাদবপুরে যারা সিসিটিভি লাগাতে দেয়নি, তারা যে বাম এবং অতিবাম, এটা বাচ্চারাও জানে। শুভেন্দুবাবু যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বি-টিম বলেছেন, তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশই গ্রেফতার করেছে। যদি শুভেন্দুবাবুর কথা সত্যিও হয়, তা হলে এটাই প্রমাণ হয় যে, বাংলায় প্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছে।"নিশানা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। বিধানসভার বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে যাদবপুরকাণ্ড নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে 'চেপে ধরার' হুঁশিয়ারি দিয়ে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, "বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হিসাব বুঝে নেব। শিক্ষামন্ত্রী, আপনি পালিয়ে যাবেন না!"

শুভেন্দুর মন্তব্যের পাল্টা তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ তথা দলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, "পালানোর স্বভাব তৃণমূলের নেই। পালানোর স্বভাব রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সাড়ে তিন মাস ধরে মণিপুর জ্বলার পরেও উনি পালিয়ে পালিয়ে বেরিয়েছেন। অনাস্থা প্রস্তাব ডেকে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে নিয়ে আসতে হয়েছে।"যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল। পুলিশের কাছে এই অভিযোগ তুলেছে মৃত পড়ুয়ার পরিবার। বুধবার মৃতের নদিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, অর্থ দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যেরা। পরিবার সূত্রে খবর, তাঁদের কাছেও র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তোলা

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে উস্তাদ বিক্রম ঘোষের

'ইয়ে দেশ'-এর মিউজিক ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে

Kolkata, 16th August 2023: নিউজ সারাদিন : আজ ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওস্তাদ ব্রিকম ঘোষের মুক্তিপ্রাপ্ত মিউজিক ভিডিও 'ইয়ে দেশ' দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার উৎসবকে আরও আনন্দময় করে তুলেছে। এই গানটি প্রকাশ করেছে একটি নতুন মিউজিক কোম্পানি ইটারনাল সাউন্ড, যার প্রতিষ্ঠাতা উৎসব পারিখ, গৌরাঙ্গ জালান, মায়াঙ্ক জালান এবং বিক্রম ঘোষ। 'ইয়ে দেশ' দেশপ্রেম ও আবেগে ভরা এমনই একটি অনন্য গান যা সুর করেছেন ওস্তাদ বিক্রম ঘোষ। এ গানের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও উন্নয়ন যাত্রা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে দেখা যায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা।

'ইয়ে দেশ' শ্রেষ্ঠত্বের এমনই এক মধুর দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে যে, অস্কারের দৌড়ে যুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত ওস্তাদ বিক্রম ঘোষের শিল্পকলার এক উজ্জ্বল উদাহরণ প্রস্তুত করবে। প্রবীণ গায়ক এবং উদীয়মান কণ্ঠে সজ্জিত, 'ইয়ে দেশ'-এ অনন্য কণ্ঠ এবং যন্ত্রের একটি চমৎকার সমন্বয় রয়েছে।

প্রবীণ এবং উদীয়মান শিল্পীদের সঙ্গম এই গানটিকে নতুন উচ্চতা প্রদান করে । সংগীতের ক্ষেত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব - হরিহরন, রিচা শর্মা, শান, কবিতা শেঠ, মহালক্ষ্মী আইয়ার তাদের মধুর কণ্ঠে গানটিকে সাজিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'ইন্ডিয়ান আইডল' প্রতিযোগী ঋষি সিং, দেবস্মিতা রায়, চেরাগ কোতওয়াল, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, সেঁজুতি দাস এবং 'সুপারস্টার গায়ক' মোহাম্মদ ফয়েজও তাদের গাওয়া এই গানটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই গানে যেভাবে সব ধরনের স্ট্রিং ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। পণ্ডিত বিশ্বমোহন ব্রহ্মভট্ট মোহন বীণা বাজিয়েছেন, পণ্ডিত রনু মজুমদার বাঁশি বাজিয়েছেন, মিস্টার পূর্বায়ন চ্যাটার্জি সেতার বাজিয়েছেন, মিঃ রাজেশ বৈদ্য বীণা বাজিয়েছেন এবং ওস্তাদ বিক্রম ঘোষ নিজে তবলাএ যে সুর বাজিয়েছেন, সেটি অসাধারণ।

দেশপ্রেম এবং সংজ্ঞায়িত জাতীয়তাবাদে ভরপুর এই মধুর গানটি ভিডিও ফরম্যাটে পরিচালনা করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ইন্দ্রজিৎ নট্টোজি। হাতে আঁকা, অ্যানিমেটেড পেইন্টিং গুলো এই ভিডিওতে দেখা যায় যা ইন্দ্রজিৎ নট্টোজির স্বাক্ষর শৈলী হিসাবে বিবেচিত হয়। দেশপ্রেমের অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে এই গানটি পর্দায় আনা হয়েছে সমান সৌন্দর্যে।

'ইয়ে দেশ'-এর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া গানটি প্রতিভাবান গীতিকার সুতপা বসু লিখেছেন। তিনি গানটিতে ভারতীয়ত্বের কথাগুলি এবং ভারতের নাগরিক হওয়ার অর্থ কে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

https://www.youtube.com/watch?v=ckMToar-AN8

স্বপ্নদ্বীপের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল ছাত্র রাজনীতি,

হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে প্রতিবাদ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের, তীব্র আক্রমণ এসএফআইকে

সানু ইসলাম ১৭আগস্ট : নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদ্বীপের মৃত্যুর ঘটনায় এই মুহূর্তে উত্তাল সারা রাজ্য। প্রশ্নের মুখে পড়েছে ঐতিহ্যবাহী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা। ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে বেশ কয়েকজন ছাত্র। এদিকে ছাত্র-মৃত্যু কে কেন্দ্র করে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা। আন্দোলনে নেমেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন।বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের প্রত্যেকটি কলেজ ক্যাম্পাসে। বৃহস্পতিবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিমান ঝা,হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হক সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইকে তীব্র আক্রমণ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে নেতৃত্ব ।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ এসএফআইএর বহিরাগতরা যাদবপুর কলেজ ক্যাম্পাস কে কলুষিত করছে।রেগিং এর নামে অত্যাচার চালাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের উপর।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিমান ঝা বলেন, স্বপ্নদ্বীপের খুনি এসএফআই। খুনিদের বিচার চাই। গতকাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা কর্মীরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আন্দোলন করছিল। সেই সময়ে এসএফআই আমাদের আক্রমণ করে। মহিলা কর্মীদের কেউ ছাড়েনি। এর প্রতিবাদে আমরা আজ রাজ্যের সমস্ত কলেজে বিক্ষোভ করছি।

হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হক বলেন, এসএফআইয়ের বহিরাগতরা যাদবপুরে সন্ত্রাস করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যাচার করছে।স্বপ্নদীপকে খুন করল। এসএফআইএর এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে আমাদের আন্দোলন।

লর্ড'স আটোমেটিভ বাজারে নিয়ে এসেছে

LORD'S AUTOMATIVE PVT. LTD.

৮ আধুনিক টু-হুইলার এবং থ্রি-হুইলার ইলেক্ট্রিক বাহন

- এর দাম ৪৯,৯৯৯-১৭৫,০০০ টাকা মূল্য সীমার মধ্যে, লর্ড'স অটোমেটিভ -এর অভীষ্ট বাজার হবেসম্পূর্ণ দেশের টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহরগুলি
- সুবিধাজনক অর্থায়নের বিকল্পগুলি প্রদান করতে লর্ড'স অটোমেটিভ অগ্রণী ভোক্তা ঋণ কোম্পানিগুলি এবং ফিনটেকগুলির সঙ্গে চুক্তি করেছে

Kolkata, 17B AvMó, 2023: নিউজ সারাদিন : লর্ড'স অটোমেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড, লর্ড'স মার্ক ইন্ডাস্ট্রীজের একটি সহায়ক কোম্পানী, দেশে দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকা ইভি ক্ষেত্রে বাজারে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে নিজের স্থান মজবুত করার জন্য আটটি ইলেকট্রিক বাহনের এক বিশেষ শ্রেণী বাজারে এনেছে।

লর্ড'স অটোমেটিভ ৬ থ্রি-হুইলার (৩ডাবলু) ইভি মডেলগুলি নিয়ে এসেছে - লর্ড'স কিং ই-রিকশা, লর্ড'স সম্রাট-ইলোডার, লর্ড'স সাওয়ারী বাটারফ্লাই ই-রিক্সা, লর্ড'সগতি বাটারফ্লাই ই-লোডার, লর্ড'স গ্রেস ই-রিক্সা যা প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা এবং ২ হাই-স্পিড টু-হুইলার (২ডাবলু) ইভিস্কুটার মডেল-লর্ড'স ইগনাইট হাই স্পিড ই-স্কুটার এবং লর্ড'স প্রাইম হাই স্পিড ই-কার্গো স্কুটার-এর সঙ্গে লর্ড'স স্বচ্ছ যান ই-গার্বেজ।

দামের রেঞ্জ টাকা. ৪৯,৯৯৯-১৭৫,০০০ মধ্যে, ইভিগুলি সারা দেশের ডিলার, বিতরক এবং চূড়ান্ত ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে। প্রথমিক অবস্থায়, কোম্পানী উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লী এনসিআর, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, রাজস্থান এবং আসামে টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহরগুলিকে লক্ষ্যমাত্রায় রেখেছে।

২ডাবলু এবং ৩ডাবলুর অত্যাধুনিক ইভি-এর ৮প্রকারের মেগা লঞ্চ ভারতে গ্রীন মোবিলিটি বিপ্লবে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য লর্ড'স অটোমোটিভের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কোম্পানির অত্যাধুনিক ইভিগুলি সিলভাসা, লখনউ, গুরুগ্রাম এবং ফরিদাবাদ প্ল্যান্টে তৈরি করা হয় যা শক্তিশালী ব্যাটারি ক্ষমতা, উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং পেলোড সহযাত্রী ও পণ্য পরিবহনে উচ্চতর নিরাপত্তা এবং সুবিধা প্রদান করে।

প্রবর্তনের সময় মন্তব্য করতে গিয়ে, লর্ড'স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের এমডি এবং সিইও শ্রী সচিদানন্দ উপাধ্যায় বলেন,"আটটি অত্যাধুনিক ইভির রোল আউট আমাদের যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্যসারা দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির বিপ্লব আনা।আমরা বিশ্বাস করি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে বেশি পরিমাণে ইভি ব্যবহার পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং ভারতে ইভি বিবর্তনকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবে। একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, এবং স্থিতিশীল গতিশীলতার সমাধানপ্রদান করতে আমাদের ইভি সক্ষম।আমরা আমাদের ইভি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখব কারণ স্থিতিশীল গতিশীলতার সমাধানে সরকারী উতসাহ প্রদান, গ্রাহকের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইভি প্রযুক্তিতে অগ্রগতির ফলে ইভির দেশীয় বাজার বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে"।

লর্ড'স অটোমেটিভ প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও ডঃ বীর সিং বলেছেন, "আমাদের নির্মাণ ক্ষমতা, চব্বিশ ঘন্টা গ্রাহক সহায়তা পরিষেবা লর্ড'স অটোমেটিভকে বাজারের প্রতিযোগিতায় একধাপ এগিয়ে রাখে যাতে প্রত্যেক গ্রাহক সেরা গতিশীলতা সমাধান পায়। আটটি উন্নত ইভি লঞ্চ আমাদের উন্নত ক্ষমতা প্রতিফলিত করে। আমরা সর্বসাধারণকে ব্যয়সাধ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য সমাধান প্রদান করে ভারতে ইভি র ব্যবহারের প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুবিধাজনক দোরগোড়ায় পরিষেবা, ব্যবসার প্রচার, নির্দিষ্ট বিপণন এবং বিক্রয় সহায়তা দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ ইভি বাজারে আমাদের অবস্থান আরও বেশি দৃঢ় করার পথে অগ্রসর"।

লর্ড'স অটোমেটিভ ন্যূনতম সুদের হার এবং প্রসেসিং ফী সহ সহজ সুবিধাজনক ফাইন্যান্স বিকল্প প্রদান করতে বাজাজ ফিনসার্ভ, পাইন ল্যাব্স, এজেটট্যাপ, আসেন্ড, আকাসা ফাইন্যান্স, লোনট্যাপ, পেটেল, কোটাক মহিন্দ্রা, পেটিএম, গোপিক এবং পিক্সমো ফাইন্যান্স-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে। ২ডাবলু ইভিইগনিশন লক, মোটর, কন্ট্রোলার এবং ডিসপ্লে মিটারের মতো উপাদানগুলি একটি স্ট্যান্ডার্ড এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ আসে, এবং গাড়ির সঙ্গে আসা কনভার্টারে একটি ছয় মাসের ওয়ারেন্টি প্রদান করে।যেখানে, সমস্ত ৩ডাবলু ইভি-তে মোটর, কন্ট্রোলার, ডিফারেন্সিয়ালের উপর এক বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি রয়েছে যা গাড়ির সঙ্গেপ্রদান করা হয়। সমস্ত ইভিতেও ওইএম দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত ব্যাটারি এবং চার্জারের লেড অ্যাসিডে এক বছর এবং লিথিয়ামে তিন বছরের জন্যওয়ারেন্টি রয়েছে ।এগুলি সর্বাধুনিক সংস্করণের সঙ্গে শিল্প রুচিসম্মত এআইএস১৫৬ ব্যাটারি নিয়মগুলির সঙ্গে আসে যা সমস্ত সুরক্ষা মান্যতা অনুসরণ নিশ্চিত করে।

কোম্পানির ডিলারশিপ এবং বিতরক নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে এই ইভিগুলির স্পেয়ার পার্ট উপলব্ধ। এছাড়াও কোম্পানি গ্রাহক সহায়তা পরিষেবা, ২৪/৭ রোডসাইড সহায়তা, স্পেয়ার পার্ট প্রতিস্থাপন, বাহন ডেলিভারি, ডিওয়াইই ভিডিও প্রদান করছে যাতে ইভি সব ধরণের আবহাওয়া সহ্য করতে পারে এবং গাড়ির মালিক ব্যাটারির যত্ন নিতে পারেন।

লর্ড'স অটোমেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড ২০২০ সালে অক্টোবর মাসে লর্ড'স জুম নামে তার প্রথম ইলেক্ট্রিক স্কুটার পেশ করেছে এবং ইভি শ্রেণীতে উদীয়মান প্লেয়ার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের ইভি স্কুটার পণ্য শৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে ২-হুইলার (লর্ড'স জুম এবং লর্ড'স জুম প্লাস) এবং ৩-হুইলার (লর্ড'স দেবম কিং এবং লর্ড'স দেবম সম্রাট), রেট্রোফিট কিট হাইব্রিড ইলেকট্রিক স্কুটার।

এই কোম্পানি ২২ টি রাজ্যে ২৬৭ ডিলারের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১৬,০০০ ইভি বিক্রি করেছে। এছাড়াও, কোম্পানির কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গে উতপাদন ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

লর্ড'স অটোমোটিভ তার লিডারশিপ নেটওয়ার্ক আরও উন্নত করতে ৫-২০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ ক্ষমতা সহ উদীয়মান উদ্যোক্তাদের আগ্রহের অভিব্যক্তি আমন্ত্রণ জানায়। কোম্পানি তার ডিলারদের সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করবে।

১-ম পাতার পর

দিলীপকে দিল্লিতে জরুরি তলব শাহর, এবার কি মানভঞ্জনের পালা?

সাধারণ সাংসদ।
আগে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির মতো একটি পদ ছিল বটে। সম্প্রতি সেটাও গিয়েছে। শোনা যাচ্ছিল, দিলীপকে এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হতে পারে। কিন্তু সেই জল্পনাও বিশেষ দানা বাঁধেনি। তাতে মেদিনীপুরের সাংসদ খানিকটা হলেও অভিমানী। প্রকাশ্যে না বললেও তাঁর কথাবার্তায় সেই অভিমান ফুটে উঠেছে বারবার। এবার সম্ভবত সেই অভিমান মেটাতেই দিলীপকে ডেকেছেন শাহ । হঠাত দিলীপকে কেন এই জরুরি তলব? তাঁর কি কোনও 'প্রাপ্তিযোগ' রয়েছে? গুঞ্জন শুরু হয়েছে বঙ্গ বিজেপিতে।

১-ম পাতার পর

সরকারি জমির চরিত্র বদল, একাধিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নবান্নের

নবান্ন। শুধু তাই নয়, বিভাগীয় তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় এদের মধ্যে অনেকের পদোন্নতি আটকে দেওয়া হয়েছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে কয়েকজন আধিকারিকদের পদও। জানিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়েছে নবান্নের অন্দরে। নবান্ন সূত্রে খবর, তার মধ্যে একাধিক আধিকারিক উত্তরবঙ্গের জেলার।
বিশেষত আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদের মত জেলাগুলি থেকে বেশি অভিযোগ আসে। আধিকারিকদের কথায় দেখা যাচ্ছে জমি সংক্রান্ত তথ্য ভাণ্ডার বা রাজ্যের ল্যান্ড রেকর্ডের ক্ষেত্রে বহু ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে বিস্তর ফারাক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগজ-কলমে দেখানো জমির পরিমাণ এর চেয়ে বাস্তব জমি কম রয়েছে। জমি বিক্রি বা অন্য কোন কারণে জমি মাপ যোগ করলে বিষয়টি ধরা পড়ে। নবান্ন সূত্রে খবর এখনো পর্যন্ত প্রায় চার লক্ষ অভিযোগ হাতে এসেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হাতে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষেত্রে অসাধু চক্রের লোকজনও ল্যান্ড রেকর্ডসের তথ্যও বদলানোর কাজে জড়িত থাকে। জমির মালিকপক্ষকে বাড়তি আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে এই অসাধুচক্র কারবার চালায়।

১-ম পাতার পর

নেহরুর পরিচয় তাঁর কাজেই', মিউজিয়াম বিতর্কে মুখ খুললেন রাহুল গান্ধী

বিজেপি দুই দলই।
রাজধানী দিল্লিতে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বাসভবন তিন মূর্তি ভবনে তৈরি মিউজিয়ামটির নাম বদলে প্রাইম মিনিস্টার'স মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি সোস্যাইটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। মঙ্গলবার স্বাধীনতা দিবসেই সেই নতুন নাম কার্যকর করার ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরেই কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে ভয় পান নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে নিয়ে সমস্যায় ভোগেন। সেই জন্যই মোদির একমাত্র লক্ষ্য হল নেহরু ও তাঁর বংশধরদের অবজ্ঞা করা। নেহরুর ঐতিহ্যকেও ধ্বংস করতে সচেষ্ট মোদি।

যাদবপুরের হস্টেলে বসত নেশার আসর,

নজরদারি করতে গেলে গালিগালাজ করা হত: হস্টেল সুপার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত বুধবার (৯ অগস্ট) রাতে যাদবপুরের মেন হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার। অভিযোগ ওঠে র‍্যাগিংয়ের। প্রশ্নের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। তাঁদের নজর এড়িয়ে এবং নিয়মের পরোয়া না করে কীভাবে দিনের পর দিন আইন ভেঙে প্রাক্তনীরা হস্টেলে পড়ে থাকতেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।সেই রাতে তিনতলা থেকে ছাত্র পড়ে যাওয়ার পর তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগও তুলেছেন একাংশ পড়ুয়া। এই প্রসঙ্গে হস্টেল সুপারের বক্তব্য, '৯ অগস্ট রাত ১২.০৭ নাগাদ আমাদের আর এক হস্টেল সুপার গৌতম মুখোপাধ্যায় আমাকে ফোন করে জানান যে আপনাদের কোনও একটা ব্লকে বারান্দা থেকে এক ছাত্র পড়ে গিয়েছেন। আমি যখন নীচে নামি ততক্ষণে ওই পড়ুয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'
হস্টেল চত্বরে কেন সিসিটিভি বসাতে দেওয়া হয়নি, তা নিয়েও অনুযোগ শোনা গিয়েছে সুপারের বক্তব্যে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার স্বাধীনতা দিবসের প্রাক সন্ধেয় বেহালায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে যাদবপুর প্রসঙ্গে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'ওখানে পুলিশ ঢুকতে দেয় না,. সিসিটিভি লাগাতে দেয় না। একটা আতঙ্কপুর হয়ে গেছে। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি দুঃখিত, আমি স্তম্ভিত, আমি মর্মাহত।'এবার এই বিষয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল সুপার দ্বৈপায়ন দত্ত।
সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে হস্টেল সুপার দ্বৈপায়ন দত্ত পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'হস্টেলে সিনিয়রদের মারাত্মক প্রভাব ছিল। বিশেষত, মেন হস্টেলে বসত নেশার আসর। নজরদারি করতে গেলে বাধা দেওয়া হত। এমনকি পিছনে গালিগালাজও করত। কর্তৃপক্ষ সবই জানে, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'প্রথমবর্ষের পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসতেই র‍্যাগিং প্রসঙ্গে মুখ খুলতে শুরু করেছেন একাংশ পড়ুয়া। এবার এই ইস্যুতেই হস্টেল সুপারের খোলামেলা বক্তব্য, 'হস্টেলের ঘরে-ছাদে র‍্যাগিং চলত, প্রাক্তনীদের প্রভাব ছিল।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা ২ জন সুপার ৬০০ ছাত্রকে সামলাব কী করে?' অর্থাত হস্টেলে ছাত্রদের নজরদারির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশাসনিক নজরদারি যে ছিল না, সুপারের বক্তব্যে সেটাও স্পষ্ট বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

ব্রহ্মকুমারী আয়োজিত 'আমার বাংলা,

নেশামুক্ত বাংলা' প্রচারাভিযানের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ কলকাতার রাজভবনে 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান' - এর আওতায় ব্রহ্মকুমারী আয়োজিত 'আমার বাংলা নেশামুক্ত বাংলা' প্রচারাভিযানের সূচনা করেছেন।
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, মাদক দেশ ও সমাজের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নেশার কারণে যুবসমাজ তাদের জীবনে সঠিক দিশা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তার। এই সমস্যা মোকাবিলায় সমাজের সকলের একযোগে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, ধর্মীয় সচেতনতা, ধ্যান, সামাজিক সহমর্মিতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব। শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও এর মোকাবিলায় কাজ করার জন্য ব্রহ্মকুমারীর মতো সংস্থাগুলির প্রশংসা করেন।
রাষ্ট্রপতি বলেন, যে কোনও ধরনের নেশাই মানসিক উদ্বেগ ও আশেপাশের চাপ থেকে তৈরি হয়। নেশা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই নেশা থেকে আরও অন্যান্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। মাদকাসক্তের বন্ধু ও পরিবার-পরিজন নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি সব যুবক-যুবতীদের তাঁদের কোনও বন্ধু যদি নেশার কবলে থাকে, তা হলে অবিলম্বে সেই বিষয়টি পরিবারের নজরে নিয়ে আসার আবেদন জানান। রাষ্ট্রপতি, মাদকাসক্তদের নিজেদের জীবন নষ্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তারা যদি কোনও মানসিক চাপে থাকেন, তবে বন্ধু, পরিবার-পরিজন বা কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারেন। সদিচ্ছা থাকলে এমন কোনও সমস্যা নেই, যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি বলেন, অসামাজিক ব্যক্তিরা মাদক ব্যবহার ও এই নেশার সুযোগ গ্রহণ করেন। মাদক কিনতে যে অর্থ খরচ হয়, তা নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের, সমাজের এবং দেশের স্বার্থে এই বাজে অভ্যাস পরিত্যাগ করবে বলে শ্রীমতী মুর্মু আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, যুবসম্প্রদায় আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে তাদের সময় ও শক্তি ব্যয় করা উচিৎ, তার পরিবর্তে নেশার কবলে পড়ে তারা এই মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। পড়ুয়ারা ভুল পথে চলছেন কিনা, তা দেখার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও রয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন। এই ধরনের কোনও কিছু নজরে এলে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ বলে উল্লেখ করেন শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু।

নজরে দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন,

চাপের মুখে রীতি ভেঙে আগেভাগে বৈঠক বিজেপির

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : চাপে পড়েই কি নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল বিজেপি । নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি বৈঠক করে ফেলল। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে প্রথমে মধ্যপ্রদেশ ও পরে ছত্তিশগড়ের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি বৈঠক করে।এযাবত কাল পর্যন্ত বিজেপি নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরেই প্রার্থী তালিকা তৈরি করার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক ডাকত। তাদের প্রার্থী তালিকাও প্রকাশিত হত সবার শেষেই। 'ইন্ডিয়া' জোট গঠন হতেই বিজেপি চাপের মুখে পড়ে বিজেপি আগে থেকে প্রার্থীদের নাম ঠিক করে নিয়ে তাদের কাজে লেগে পড়ার রাস্তা সুগম করতে চাইছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিকমহল। বৈঠকে মধ্যপ্রদেশের ৬০-৭০ ও ছত্তিশগড়ের ৩০-৬০ আসনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য চলতি বছরে নির্বাচনমুখী পাঁচ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। সূত্রের খবর, যে সমস্ত আসনগুলিতে তারা দুর্বল এবং গতবারে বিজেপি হেরে গিয়েছিল সেই আসনগুলির প্রার্থী নির্বাচন নিয়েই আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। কিভাবে এই আসনগুলিতে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে প্রার্থী করা সম্ভব হতে পারে, কথা হয়েছে সেসব নিয়েও। এই সমস্ত আসনের প্রার্থীর নামের তালিকাও খুব শীঘ্রই করে দেওয়া হবে বলেই জল্পনা রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বিন্ধ্যগিরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

নতুন দিল্লি ১৭ ই আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ২০২৩-এর ১৭ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডে ভারতীয় নৌবাহিনীর ১৭-এ প্রকল্পের ষষ্ঠ জাহাজ বিন্ধ্যগিরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিন্ধ্যগিরির উদ্বোধন ভারতের সামুদ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রগতির দিশা দেখায়। এটি দেশীয় জাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ। প্রকল্প ১৭-এর অঙ্গ হিসেবে বিন্ধ্যগিরি স্বনির্ভরতা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার এর প্রতিফলন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশজ উদ্ভাবনের দ্বারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের সংকল্প প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমানে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। আমরা অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পৌঁছানোর প্রয়াস চালাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি বলতে বোঝায় আরও বেশি পরিমাণে বাণিজ্য এবং সমুদ্রের মাধ্যমে বাণিজ্য পণ্যের পরিবহণ, যা আমাদের সমৃদ্ধি এবং কল্যাণে সমুদ্রের গুরুত্বকে তুলে ধরে। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত মহাসাগর অঞ্চল ও বৃহত্তর ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপত্তার অনেক দিক রয়েছে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকির মোকাবিলায় নৌবাহিনীকে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ উত্তরপ্রদেশের নয়ডায়

১৮ অগাস্ট শুক্রবার সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টারে একটি গাছের চারা রোপণ করবেন; এর ফলে চারাগাছের সংখ্যা দাঁড়াবে চারকোটি

নতুন দিল্লি, ১৭ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ১৮ অগাস্ট শুক্রবার সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টারে একটি গাছের চারা রোপণ করবেন, এরফলে চারাগাছের সংখ্যা দাঁড়াবে চারকোটি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সিআরপিএফ-এর আটটি বিভিন্ন চত্বরে ১৫টি নবনির্মিত ভবনেরও উদ্বোধন করবেন। সারা দেশে এই বিশাল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২০ সালের ১২ জুলাই থেকে শুরু করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শিতায় ও সুযোগ্য নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সারা দেশে ২০২০-২০২২ এই তিন বছর সময়ে ৩ কোটি ৫৫ লক্ষের বেশি গাছের চারা রোপণ করেছেন। ২০২৩ সালে সিআরপিএফ-এর কর্মীদের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ গাছের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল। এর ফলে, মোট ৫ কোটি গাছের চারা রোপণ করবে সিএপিএফ, যা সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ গাছের চারা রোপণের জন্য একটি সময়সারণী স্থির করা হয়েছিল। একজন নোডাল অফিসারও নিয়োগ করা হয়। মোট বৃক্ষরোপণের অন্তত ৫০ শতাংশ যেন স্থানীয় গাছ হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পাশাপাশি গাছগুলির আয়ু যেন ১০০ বছর ও তার বেশি হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ঔষধি এবং পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্রপুলিশ বাহিনী সর্বদাই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ রক্ষায় ও ভবিষ্যতের জীবনযাত্রা সহজ করতে এই বাহিনীর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

২ পাতার পর

মঙ্গলে বিধানসভায় হিসাব বুঝে নেওয়ার হুমকি ব্রাত্যকে!

হয়েছে। পরে ব্রাত্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টি দেখছেন। দোষীরা কেউ ছাড় পাবেন না। এ বার বিজেপির পক্ষ থেকেও মৃত পড়ুয়ার বাড়িতে যাওয়ার কথা জানালেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু জানান, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ১৫-২০ জন বিধায়ককে মৃতের বাড়িতে যাবেন তিনি। দেখা করবেন পড়ুয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে। শুভেন্দু বলেন, "মৃত পড়ুয়ার বাবা অনুমতি দিলে আইনি পথে পড়ব। আইনি লড়াইয়ের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেব।"পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনায় সরকারের তরফে ঠিক মতো পদক্ষেপ করা না হলে বিধানসভা অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। কয়েক দিন মুলতুবি থাকার পরে বিধানসভার বাদল অধিবেশনের পরবর্তী পর্যায় শুরু হওয়ার কথা ২২ অগস্ট অর্থাত আগামী মঙ্গলবার। তার আগে গত বুধবার কলকাতার আইসিসিআরে একটি অরাজনৈতিক সংস্থা আয়োজিত আলোচনাসভায় হাজির হয়ে শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, বিজেপি বিধায়কেরা কোমর বেঁধে তৈরি হচ্ছেন! এ বার সরাসরি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যকে নিশানা করে বিরোধী দলনেতা বললেন, "শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, আপনি কান খুলে শুনে রাখুন। মঙ্গলবার বিধানসভা খুলছে। ওই দিন আপনি থাকবেন। সভা ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না। জবাব দেবেন, কেন এই ঘটনা ঘটল? কেন সিসিটিভি নেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে? এ সবের উত্তর আপনাকে দিতে হবে।"বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল বিজেপির যুবমোর্চা। সেখানেই ভাষণ দেন শুভেন্দু। বক্তৃতা করার সময় মৃত পড়ুয়ার নাম নিতে গিয়ে থমকে যেতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতাকে। এর পরেই তিনি জানান, মন্ত্রী চন্দ্রিমা অনুরোধ করেছিলেন যাতে, মৃত পড়ুয়ার নাম এবং ছবি কিছুই ব্যবহার না করা হয়। এই অনুরোধকে সম্মান জানিয়ে শুভেন্দু নিজের মোবাইলে থাকা একটি ভিডিয়ো ফুটেজ দেখান। সেই ফুটেজে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যকে মৃত পড়ুয়ার নাম নিতে শোনা গিয়েছে। বিরোধী দলনেতা বলেন, "উনি নাম নিতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না।" মৃত পড়ুয়ার নাম নেওয়ার জন্য ব্রাত্যকে যাতে নোটিস ধরানো হয়, রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়ের কাছে সেই দাবিও জানিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "সুদেষ্ণা যদি কালকের মধ্যে নোটিস না করেন, তা হলে কাল থেকে সবাই নাম বলব, ছবি বুকে নিয়ে ঘুরব। যা পারেন করবেন।"

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২২৭ সংখ্যা ১৮ আগস্ট, ২০২৩ শুক্রবার ০১ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মিথ্যা বনাম সত্য মৃতদেরও এবি পিএম-জেএওয়াই-এর আওতায় সুবিধা দেওয়া হচ্ছে-এ সংক্রান্ত সংবাদ ভিত্তিহীন

বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিরও চিকিৎসা করা হয়েছে এবি পিএম-জেএওয়াই-এর আওতায়। এমন আপত্তি তুলেছে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ক্যাগ)। রিপোর্টে এমনও দাবি করা হয়েছে যে, একই সুবিধাপ্রাপক একই সময় দুটি হাসপাতালেই চিকিৎসার সুবিধা নিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের এই রিপোর্ট সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক এবং ভিত্তিহীন। ২০১৮'র সেপ্টেম্বর থেকে ২০২১-এর মার্চে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী-জন আরোগ্য যোজনা (এবি পিএম-জেএওয়াই)-এর পারফরম্যান্স অডিট-এর ফলাফল সম্বলিত কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে ২০২৩-এর সংসদের বাদল অধিবেশনে। সেখানে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, এবি পিএম-জেএওয়াই-এর আওতায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে তিনদিন পর্যন্ত পূর্ব সম্মতির জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে হাসপাতালগুলিকে। সীমিত যোগাযোগ, জরুরি পরিস্থিতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিকিৎসা না পাওয়ার সমস্যা এড়াতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগীদের ভর্তি করে নেওয়া হয় এবং তাঁদের প্রি-অথরাইজেশনের আগেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়। এইসব ক্ষেত্রে মৃত্যুর তারিখ এবং ভর্তির তারিখ এক হয় অথবা আগে হয়। এছাড়াও, যে হাসপাতালগুলি অথরাইজেশনের আবেদন বিবেচনা করে তারাই অনেক সময় মৃত্যুর খবরও জানায়। সেজন্য যদি কোনও হাসপাতালে জালিয়াতি করার ইচ্ছে থাকে, তা হলে তারা আইটি সিস্টেমে থাকা রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। এটা মনে রাখা দরকার যে, রিপোর্টে প্রকাশিত ৫০ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালগুলি জড়িত। জালিয়াতি করে তাদের কোনও লাভ নেই। কারণ, অর্থ জমা পড়বে হাসপাতালের অ্যাকাউন্টেই। এছাড়া, চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যুর ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে মৃত্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। এছাড়াও, আরও অনেক ঘটনা আছে, যেখানে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয় বেসরকারি রোগী হিসেবে (যেখানে রোগী নিজের খরচ নিজেই বহন করেন)। কিন্তু পরে, এই যোজনার সন্ধান পেয়ে এবং এর আওতায় চিকিৎসা করার যোগ্যতা আছে দেখে রোগী হাসপাতালকে অনুরোধ করেন এই যোজনায় বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য। এর ফলে, অনেক সময় সুবিধা-প্রাপকদের ব্যক্তিগত খরচ সাশ্রয়ের জন্য পূর্বের তারিখে প্রি-অথরাইজেশনের অনুরোধ আসে। একই রোগী একই সময়ে দুটি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ নিচ্ছেন, এ ব্যাপারে বলতে হয় যে, এবি পিএম-জেএওয়াই-এর আওতায় ৫ বছর পর্যন্ত বয়সী শিশুদের চিকিৎসা হয় তাদের বাবা-মার আয়ুষ্মান কার্ডে। সেজন্য অনেক সময় আয়ুষ্মান কার্ড ব্যবহার হতে পারে দুটি হাসপাতালের একটিতে শিশুর চিকিৎসার জন্য এবং একটি বাবা অথবা মায়ের চিকিৎসার জন্য। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, মা-কে ভর্তি করা হয়েছে একটি হাসপাতালে এবং সেখানে তিনি একটি শিশু প্রসব করেছেন। সেই হাসপাতালে শিশুর চিকিৎসার জন্য নবজাত শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে, তখন নবজাত শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, এমন হাসপাতালে শিশুটিকে ভর্তি ক্রতে হতে পারে। এই ক্ষেত্রে মায়ের আয়ুষ্মান কার্ডটি একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয় শিশু ও মায়ের জন্য। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, বাবা ও শিশুর চিকিৎসা হতে পারে দুটি ভিন্ন হাসপাতালে বাবার আয়ুষ্মান কার্ড দিয়ে। সাধারণত, মা ও শিশুর চিকিৎসা হয় মাত্র একটি আয়ুষ্মান কার্ড ব্যবহার করে এবং যদি শিশুটি চিকিৎসাকালীন মারা যায়, সেক্ষেত্রে হাসপাতাল শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করার পর সেটি ভুলক্রমে মায়ের কার্ডে নথিভুক্ত হয়ে যায়। এরপর, যখন মা পরবর্তী চিকিৎসার জন্য আসেন, তখন তাঁকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করা হয় যেহেতু আয়ুষ্মান কার্ডে মৃত বলে উল্লেখ করা আছে। এই ধরনের ঘটনায় অভিযোগ ওঠে, তখন মায়ের কার্ড থেকে মৃত শব্দটি অপসারিত করা হয়। এটা মনে রাখা জরুরি যে, এবি পিএম-জেএওয়াই-এর আওতায় দাবি নিষ্পত্তি করতে চার দফা কঠোর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাসপাতালের দাবির যাথার্থ পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া, প্রয়োজনে পুনরায় পরীক্ষা করার বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়। এই ধরনের ঘটনাগুলিকে সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। যদি দেখা যায় কোনও হাসপাতাল জালিয়াতি বা অপব্যবহার করছে, তা হলে সেই দোষী হাসপাতালের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ক্যাগ দেখেছে যে, একটি মোবাইল নম্বর একাধিক সুবিধা-প্রাপকের সঙ্গে যুক্ত। তবে, এর কোনও প্রভাব পড়ে না। কারণ, আয়ুষ্মান ভারত পিএম-জেএওয়াই সুবিধা-প্রাপকদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মোবাইল নম্বর যুক্ত নয়। মোবাইল নম্বরটি নেওয়া হয় শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় যোগাযোগ করার জন্য এবং অনেক সময় চিকিৎসা কেমন হয়েছে, সে সম্পর্কে জানতে। আয়ুষ্মান ভারত পিএম-জেএওয়াই সুবিধা-প্রাপকদের চিহ্নিত করে আধার এর মাধ্যমে। সেজন্য সুবিধা-প্রাপকদের বাধ্যতামূলকভাবে আধার-ভিত্তিক ই-কেওয়াইসি দাখিল করতে হয়। আধার এর তথ্য ভান্ডার থেকে পাওয়া তথ্য বিবরণের সঙ্গে মূল তথ্য ভান্ডারের বিবরণী মিলিয়ে দেখা হয় এবং সেই মতো আয়ুষ্মান কার্ডের জন্য আবেদন অনুমোদন করা হয় বা নাকচ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যে মোবাইল নম্বরের কোনও ভূমিকাই নেই।

এছাড়া, এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, পিএম-জেএওয়াই যে সকল মানুষের জন্য (প্রান্তিক ৪০ শতাংশ) তাঁদের অনেকেরই মোবাইল নম্বর নেই বা মাঝে মধ্যেই তাঁদের মোবাইল নম্বরের পরিবর্তন হয়। সেই কারণে, সুবিধা-প্রাপকদের চিহ্নিতকরণের জন্য এনএইচএ আরও ৩টি অতিরিক্ত ব্যবস্থা রেখেছে, যেমন আঙুলের ছাপ, চোখের মণির স্ক্যান এবং মুখের মাধ্যমে পরিচিতি, সেইসঙ্গে ওটিপি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় আঙুলের ছাপ।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুবিধা-প্রাপকের বৈধ মোবাইল নম্বর না থাকলে বা মোবাইল নম্বর পরিবর্তন হলে সেই কারণে তাঁর চিকিৎসা স্থগিত রাখা যায় না। সেজন্য এবি পিএম-জেএওয়াই-এর আওতায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুবিধা-প্রাপকদের মোবাইল নম্বরের ভূমিকা খুবই সীমিত। এছাড়া, আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, পিএম-জেএওয়াই যোগ্যতা-ভিত্তিক যোজনা এবং নথি-ভিত্তিক যোজনা নয়। সেজন্য সুবিধা-প্রাপকদের তথ্য ভান্ডার স্থায়ী। সেটিকে সম্পাদনা করে নতুন সুবিধা-প্রাপক যুক্ত করা যায় না। সেজন্য সুবিধা-প্রাপকদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বরের কোনও ভূমিকা নেই। তাই বলা যেতে পারে, সুবিধা-প্রাপকরা মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে চিকিৎসা পেতে পারেন-এই ধারণা ভ্রান্ত। একাধিক সুবিধা-প্রাপকদের একই মোবাইল নম্বর ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সুবিধা-প্রাপকদের চিহ্নিতকরণের জন্য মোবাইল নম্বর বাধ্যতামূলক নয়। তবে, যেহেতু মোবাইল নম্বর নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তা হলে এটা সম্ভব হতে পারে যে, এই যোজনা রূপায়ণের গোড়ার দিকে অনেক ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরের কর্মীরা যেমন-তেমনভাবে ১০টি সংখ্যা লিখেছিলেন। প্রাথমিকভাবে ওটিপি-র ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়নি, কারণ অনেক সুবিধা-প্রাপকই মোবাইল আনেননি বা তাঁরা আত্মীয় বা প্রতিবেশীর মোবাইল নম্বর ব্যবহার করেছিলেন। তবে, মোবাইল নম্বরের ফলে সুবিধা-প্রাপকদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া বা যোগ্যতা পরিমাপে কোনও হেরফের ঘটেনি।

পরে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে এনএইচএ-এর বর্তমান আইটি পোর্টালে। সেখানে শুধুমাত্র বৈধ মোবাইল নম্বরই নেওয়া হয়েছে, যদি তা সুবিধা-প্রাপকদেরই হয়। ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ক্যাগের সুপারিশগুলি বিশদভাবে খতিয়ে দেখছে এবং এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে এবং চলতি আইটি প্ল্যাটফর্ম ও প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

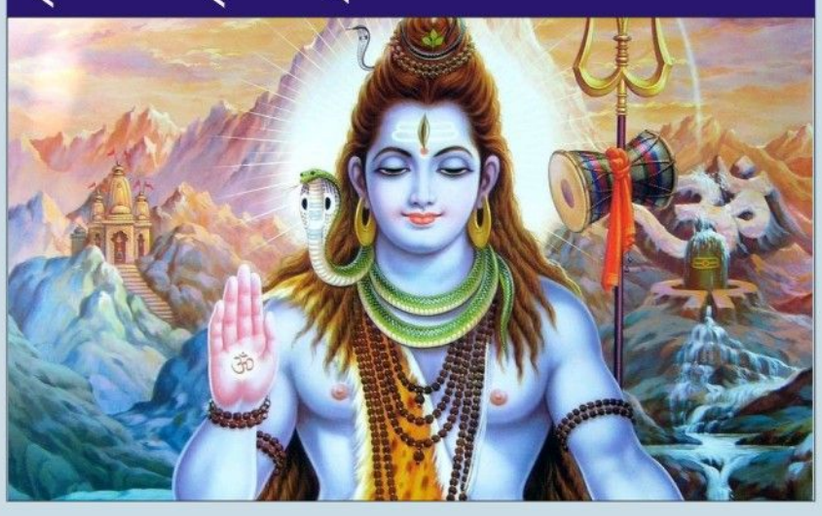

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

শ্রী কৃষ্ণ বা জগন্নাথ এবং সুভদ্রাদেবী এই তিনজন একে অপরের ভাইবোন। পুরাণে এমনটা বর্ণিত যে, তাদের তিন ভাইবোনের ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহপরায়ণ সম্পর্কের জন্যই তাঁরা পূজনীয়। রথযাত্রাও তাদেরকে কেন্দ্র করেই। এবার তাহলে ভগবানের নতুন রূপের আবির্ভাব, ইতিহাস, লোকবিশ্বাস সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক যাই হোক জগন্নাথদেবের মূর্তির রূপ নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন আছে। কেন হস্তপদবিহীন দেহ তাঁর, কেন এমন অদ্ভুত তাঁর অবতার? এই প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবতার কিছু বিশ্লেষণ দেখা যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "না আত্মানং রথিনংবিদ্ধি শরীরং রথমেবতু"। অর্থাৎ, এই দেহই রথ আর আত্মা দেহরূপ রথের রথী। ঈশ্বর থাকেন অন্তরে। তার কোনো রূপ নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজী। বেদ বলছে, "অবাঙমানসগোচর"। অর্থাৎ, মানুষ বাক্য এবং মনের অতীত। মানুষ তাই তাকে মানবভাবে সাজায়। এ বিষয়ে কৃষ্ণ যজুর্বেদিয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

'অপাণিপাদো জাবানো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্নঃ ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ।।

অর্থাৎ, তার লৌকিক হস্ত নাই, অথচ তিনি সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন। তার পদ নাই, অথচ সর্বত্রই চলেন। তার চোখ নাই, অথচ সবই দেখেন। কান নাই, কিন্তু সবই শোনেন। তাকে জানা কঠিন, তিনি জগতের আদিপুরুষ। এই বামনদেবই বিশ্বাত্মা, তার রূপ নেই, আকার নেই। উপনিষদের এই বর্ণনার প্রতীক রূপই হলো পুরীর জগন্নাথদেব। তার পুরো বিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কারণ তার রূপ তৈরিতে মানুষ অক্ষম। শুধু প্রতীককে দেখানো হয়েছে মাত্র। অন্যদিকে পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি মন্দির, নাম শ্রীক্ষেত্র (যা এখন জগন্নাথধাম হিসেবে পরিচিত)। কিন্তু মন্দিরে কোনো বিগ্রহ ছিল না। একদিন রাজসভায় কেউ একজন বললেন নীলমাধবের কথা। নীলমাধব নাকি বিষ্ণুর এক রূপ। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে? জানা নেই কারো। তাই আয়োজন করে নীলমাধবকে খুঁজতে লোকজন পাঠালেন রাজা। কিন্তু নীলমাধব কি অত সহজে দেখা দেয়? কেউ তাকে খুঁজে পেল না সকলেই যখন হতাশ হয়ে ফিলে এলো, তখন দেখা গেল না কেবল বিদ্যাপতিকে। জঙ্গলে পথ হারালেন তিনি।এরপর গল্পে প্রেমের ছোঁয়া লাগলো। হারিয়ে যাওয়া বিদ্যাপতিকে জঙ্গলে উদ্ধার করলেন শবররাজ বিশ্ববসুর কন্যা ললিতা। সেই সূত্রে তাদের মাঝে ভাব জমে ওঠে, ধীরে ধীরে তা প্রেমে পরিণত হয়। কিছুকাল প্রেম, এরপর বিয়ে করে জঙ্গলে দিব্যি সংসার করতে লাগলেন নবদম্পতি ললিতা আর বিদ্যাপতি। এদিকে বিদ্যাপতি লক্ষ্য করলেন, রোজই তার শ্বশুরমশাই স্নান সেরে কোথাও যান। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, জঙ্গলের গহীনে নীল পর্বতে নীলমাধবের মূর্তি রয়েছে। বিশ্ববসু সেখানেই রোজ নীলমাধবের পূজা দিতে যান। নীলমাধবের কথা জানতে পেরে খুশিতে আটখানা হলেন বিদ্যাপতি। তার হারিয়ে যাওয়া যেন সার্থক হলো! জানা মাত্রই বিশ্ববসুর কাছে অনুরোধ করলেন নীলমাধবের দর্শনের জন্য। প্রথমে নারাজ হলেও নাছোড়বান্দা জামাইয়ের অনুরোধ শেষতক মেনে নিতে হলো বিশ্ববসুকে। নীলমাধবের দর্শন পেয়ে তৎক্ষণাৎ ভক্তি ভরে পূজা করলেন বিদ্যাপতি। আর তখনই আকাশ থেকে দৈববাণী ভেসে এলো, নীলমাধব যখন স্বয়ং রাজা ইন্দ্রদুম্নের পূজো নিতে চান, তখন কি আর দেরি করা যায়? চটজলদি খবর পাঠানো হলো রাজা ইন্দ্যদ্যুম্নের কাছে। রাজা বিস্ময়ে মহানন্দে সব ব্যবস্থা করে হাজির হলেন জঙ্গলের মাঝে নীলমাধবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছনো মাত্রই আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না নীলমাধবের। তখন আবার দৈববাণী শোনা গেলো, সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎই একদিন সমুদ্রের জলে কাঠ ভেসে এলো। মহাসমারোহে শুরু হলো বিগ্রহ তৈরির কাজ। কিন্তু কীভাবে তৈরি হবে? ভেসে আসা কাঠ এমনই শক্ত যে মূর্তি গড়া তো দূরে থাক, কেউ হাতুড়িই বসাতে পারল না কাঠে; উল্টো হাতুড়িরই যায় যায় অবস্থা! তাহলে মূর্তি গড়বে কে? মহারাজ আবারও পড়লেন বিপদে ইন্দ্রদুম্নের সেই অসহায় অবস্থা দেখে বুঝি এবার দুঃখ হলো ভগবানের। শিল্পীর রূপ ধরে স্বয়ং জগন্নাথ এসে দাঁড়ালেন রাজপ্রাসাদের দরজায় বললেন, তিনিই গড়বেন ভগবানের বিগ্রহ। তবে তার একটি শর্ত আছে। শর্তটি এমন যে তিন সপ্তাহ বা ২১ দিনের পূর্বে কেউ তাঁর কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ দেখতে পারবে না। অতঃপর শর্তানুযায়ী কাজ আরম্ভ করলেন দারুশিল্পী।কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী গুণ্ডিচার তর সইলো না। একদিন ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং দেখলেন, কারিগর উধাও! সাথে তিনটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তি দেখে তো রীতিমতো ভিরমি খেলেন তিনি! গোল গোল চোখ, গাত্র বর্ণসহ অসমাপ্ত মূর্তির না আছে হাত, না আছে পা। এ অবস্থা দেখে অনুশোচনায় আর দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন রাজা-রানী দুজনেই। ভাবলেন, শর্ত খণ্ডনের ফলেই বুঝি এত বড় শাস্তি পেলেন তারা। তবে তাদের এই অনুশোচনা পর্ব দীর্ঘায়িত হতে দেননি ভগবান। স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে জগন্নাথ জানিয়ে দিলেন, "এমনটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমি এই রূপেই পূজিত হতে চাই"। এরপর থেকে এভাবেই ভক্তদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন জগন্নাথদেব। এ গেলো একটি জনশ্রুতি। অন্যদিকে, এর কাছাকাছি আরেকটি মিথও প্রচলিত আছে জগন্নাথদেবকে ঘিরে। লোকমুখে শোনা যায়, শ্রী কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তাঁর মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন।

মূর্তি নির্মাণের জন্য রাজা যখন একজন উপযুক্ত কাষ্ঠশিল্পীর সন্ধান করছেন, ঠিক তখন এক রহস্যময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাষ্ঠশিল্পী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি রাজার কাছে মূর্তি নির্মাণের জন্য কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন এবং জানিয়ে দেন, নির্মাণকালে কেউ যেন তাঁর কাজে বাধা না দেন। দরজার আড়ালে কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ শুরু হয়। রাজা-রানীসহ সকলেই নির্মাণকাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন তাঁরা বন্ধ দরজার কাছে যেতেন ভেতর থেকে খোদাইয়ের আওয়াজ শুনতে। কিছুদিন বাদে রাজা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অত্যুৎসাহী রানী কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। তখন তারা দেখেন মূর্তি অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত। এই রহস্যময় কাষ্ঠশিল্পী ছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। মূর্তির হস্তপদ নির্মিত হয়নি বলে রাজা মুষড়ে পড়লেন, কাজে বাধাদানের জন্য অনুতাপ করতে থাকলেন। তখন দেবর্ষি নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাবেন বিধায়ক নওশাদ, আর্জি মঞ্জুর করল কলকাতা হাই কোর্ট। তিনি এমন রূপই চেয়েছিলেন। এভাবেই জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব ঘটে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

মুক্তির প্রথম দিনেই রেকর্ড আয় 'গদর টু' এর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে মুখোমুখি বড় বড় তারকাদের তিন ছবি। এগুলো হলো বহুল প্রতীক্ষিত সানি দেওলের গদর ২, রজনীকান্তের জেলার ও অক্ষয় কুমারের ওএমজি ২। যদিও জেলারের প্রিমিয়ার হয় গত বৃহস্পতিবারে। আর শুক্রবারে হলে এল গদর ২ আর ওএমজি ২। জানা গেছে, মুক্তির প্রথম দিনে শুধু ভারতেই 'গদর টু' ছবিটি আয় করেছে ৪০ কোটি রুপি। একই দিনে মুক্তি পাওয়া 'ওএমজি টু' এর প্রথম দিনের আয় ৯.৫০ কোটি। 'গদর টু'-এর প্রথম দিনের রেকর্ড আয় প্রত্যাশা পূরণ করেছে। ছবিটি যে ব্লকবাস্টার হতে চলেছে তা মোটামুটি নিশ্চিত বক্স অফিস বিশেষজ্ঞরা। হতাশ করেনি 'ওএমজি টু'ও। ছবিটি নিয়ে আশাবাদী 'ওএমজি টু'-এর প্রযোজক-পরিচালকরা।

২০০১ সালে 'গদর : এক প্রেমকথা' ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। 'গদর' ছবিতে সানি এক শিখ ট্রাক চালক ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি সাকিনার (আমিশা) সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ধর্ম আলাদা হলেও সেই পরিস্থিতি তারা কীভাবে সামলেছিলেন তা দেখা যাবে 'গদর টু' ছবিতে। 'গদর টু'-এর মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন উৎকর্ষ শর্মা। উৎকর্ষ শর্মা এখানে সানি এবং আমিশার ছেলের চরিত্রে অভিনয় করবেন। তিনিই 'গদর : এক প্রেমকথা' ছবিতে সানি, আমিশার ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

'ওএমজি টু' ছবিতে শিব চরিত্রে দেখা গেছে অক্ষয় কুমারকে। আর পঙ্কজ ত্রিপাঠি হলেন একজন শিবভক্ত। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে নাম্নে পঙ্কজ ত্রিপাঠি। তার চরিত্রের নাম কান্তি শরণ মুগদল। ছবিতে আরও রয়েছেন ইয়ামি গৌতম।

রাজনীতি এখন আমার কাছে 'অ্যাসিড টেস্ট'র মতো: সায়ন্তিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পরিশ্রম করতে ভয় পান না টালিউডের নায়িকা সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। অভিনয় ও রাজনীতির মাঠ দু'টোই সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। জন্মদিনের আগে আনন্দবাজারের সঙ্গে আলাপকালে ভেতরের আরও অনেক তথ্য জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী-

রাজনীতির পথচলা নিয়ে সায়ন্তিকা বলেন, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়েছি। কিন্তু বইয়ের পাতা আর রাজনীতির মাঠে অনেক পার্থক্য। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ায় মাত্র ৭৩৫ ভোটে হেরে যাই। আমার জীবনের অন্যতম দুঃখের একটা দিন। মানুষ জয়ীকেই মনে রাখেন। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতি করায় আমাকে অনেকেই কটু কথা বলেছেন। কিন্তু তারা জানে না; আমি প্যাশনকে পেশা বানিয়েছি। উপার্জন না করলে পরিবারকে দেখব কী ভাবে?'

তিনি বলেন, 'আমার প্রশ্ন ছিল, আমি কেন হারব? ভোট চেয়ে হাত নেড়ে চলে যাবো, আমি সেই ধারণাটাই ভাঙতে চেয়েছি। বাঁকুড়ার মানুষকে যা কথা দিয়েছি, কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছি। রাজনীতি এখন আমার কাছে অ্যাসিড টেস্ট-এর মতো।'

তবে জীবনের এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় ও রাজনীতির মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে বললে কী করবেন? এমন প্রশ্নের জবাবে সায়ন্তিকা বলেন, 'আমি তো একজন শিল্পী। আমার কাছে অভিনয় সব সময়ই প্রথম ভালবাসার মতো। এটা ছাড়তে পারব না। তবে এখন রাজনীতিতেও আমার আসক্তি জন্মেছে।'

৬ মাসের কারাদণ্ড জয়া প্রদার

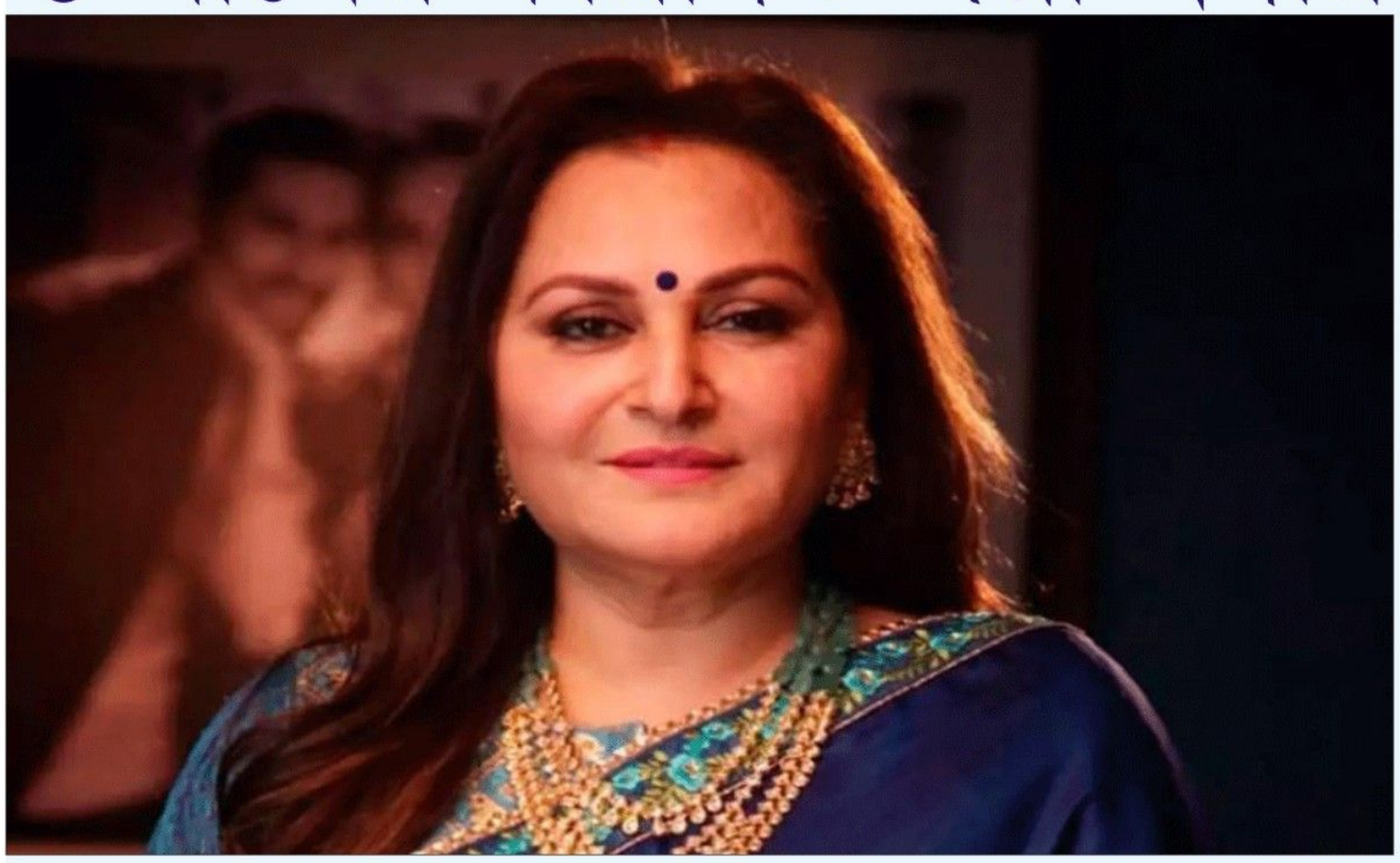

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও রাজনীতিক জয়া প্রদাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (১১ আগস্ট) চেন্নাইয়ের একটি আদালত এ সাজা ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি তাকে পাঁচ হাজার রুপি জরিমানাও করা হয়েছে। বিভিন্ন ইন্ডিয়ান সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনটাই জানা গেছে।

খবর অনুযায়ী- থিয়েটারের কর্মীদের জন্য ইএসআই-এর অর্থ পরিশোধ করেননি অভিনেত্রী, এমনই অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিনেত্রীর ব্যবসায়ীক অংশীদার রাম কুমার ও রাজা বাবুকে দোষীও সাব্যস্ত করা হয়েছে।

চেন্নাইয়ে একটি থিয়েটারের মালিক অভিনেত্রী জয়া প্রদা। যেটা পরে বন্ধ হয়ে যায়। ওই থিয়েটারের কর্মীরা জানান, তাদের বেতন থেকে অর্থ কেটে নেওয়া হলেও, ইএসআই-এর অর্থ পরিশোধ করেননি জয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে জয়া প্রদা এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ের এগমোড় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করা হয়।

অভিনেত্রী অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিনেত্রী আশ্বাস দেন, বকেয়া সব মিটিয়ে দেবেন। তিনি মামলা খারিজ করার আবেদন জানান। যদিও সেই আবেদন মানেননি আদালত। পরিবর্তে তাকে জেল ও জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন।

হিন্দি সিনেমার অন্যতম খ্যাতিমান অভিনেত্রী জয়া প্রদা। এর পাশাপাশি তেলুগু সিনেমাতেও চুটিয়ে অভিনয় করেছেন তিনি। অল্প বয়সেই দক্ষিণের সিনেমায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন জয়া। এরপর বলিউডে পাড়ি জমান। ১৯৭৯ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত সিনেমা 'সরগম'। এর হাত ধরে খ্যাতির চূড়ায় ওঠেন জয়া প্রদা। এরপর একের পর এক হিট সিনেমা। সেই তালিকায় রয়েছে- 'কামচোর', 'তোফা', 'এলান ই জঙ্গ', 'আজ কা অর্জুন', 'থানেদার' ও 'মা'-এর মতো জনপ্রিয় সিনেমা।

একাধিক তেলুগু সিনেমাতেও নজর কেড়েছেন এ অভিনেত্রী। তবে ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে থাকা সত্ত্বেও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দেন তিনি। এরপর ১৯৯৪ সালে তেলুগু দেশম পার্টিতে যোগ দেন। শুরু হয় রাজনৈতিক জীবন। পরে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন। লোকসভার সদস্যও হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে অবশ্য তিনি বিজেপিতে যোগ দেন।

'আমি আর প্রেমে পড়তে চাই না, কাজই আমার প্রেম'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী হিসেবে তিনি কতটা সফল, তা নতুন করে বলে দিতে হয় না। কিন্তু জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক যেন তার সঙ্গী। ইদানিং তার কাজের চেয়েও বেশি আলোচনা হয় ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। তবুও তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। চুপচাপ নিজের কাজ করে যান টালিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।

শ্রাবন্তীর জীবনে বিয়ে এসেছে একাধিকবার, সেই বিয়ে ভাঙতেও সময় নেয়নি। তবে আর বিয়ে বা প্রেম করতে চান বলে ভারতীয় গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

শ্রাবন্তী কি বিয়ে করে নতুন করে জীবন শুরু করতে চান? এমন প্রশ্নে তিনি জানান, এখনো বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। বন্ধুবান্ধব আছে। আমি আর প্রেমে পড়তে বা বিয়ে করতে চাই না। কাজই আমার প্রেম।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিচালক রাজীব কুমার বিশ্বাসকে বিয়ে করেন শ্রাবন্তী। কিন্তু সেই সম্পর্ক টিকেনি। বিয়ের ১৩ বছর পর রাজীবের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর একে একে তৃতীয় বিয়ে করেন তিনি। টেকেনি একটি সংসারও।

এশিয়ান গেমস

দলে জায়গা না পেয়ে 'বিস্মিত' ধাওয়ান

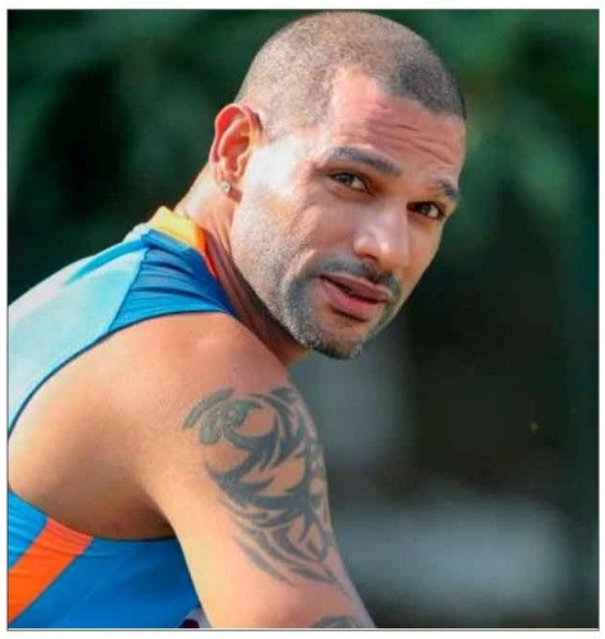

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চীনের হ্যাংজুতে এশিয়ান গেমস ২০২৩। এই প্রথম ক্রিকেট ইভেন্টে অংশ নিচ্ছে ভারত। ইতোমধ্যে ঘোষণা হয়েছে স্কোয়াডও। যেখানে নিজের নাম না দেখে হতাশ হয়েছেন বাঁহাতি ব্যাটার শিখর ধাওয়ান। গত বছর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা ওয়ানডের পর আর ভারতের জার্সিতে দেখা যায়নি তাকে। তবে তার ফেরার জন্য দারুণ মঞ্চ হতে পারতো এশিয়ান গেমস। এমনকি দল ঘোষণার আগে অধিনায়ক হিসেবেও তার নাম উচ্চারণ হচ্ছিল। কিন্তু দল ঘোষণার পর অধিনায়ক তো দূরের কথা স্কোয়াডেই নেই তার নাম।

শুরুতে বিস্মিত হয়েছেন, তবে পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ৩৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার। মূলত তরুণ ও সম্ভাবনাময়ী ক্রিকেটারদেরই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যেখানে সাম্প্রতিক সময়ে পাওয়া সাফল্য আমলে নিয়েছে নির্বাচকরা।

এ প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ধাওয়ান বলেন, 'যখন আমি দেখলাম সেখানে আমার নাম নেই, আমি কিছুটা বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম তাদের পরিকল্পনা ভিন্ন। সেটা ভেবে ভালো লাগছে। আসলে বিষয়টা আপনাকে মেনে নিতেই হবে। তবে খুশি হয়েছি রুতু (রুতুরাজ গাইকোয়াড়) দলকে নেতৃত্ব দিবে। সম্প্রতি ভালো খেলা সব তরুণরা আছে দলে। আমি নিশ্চিত এশিয়ান গেমসে তারা ভালো কিছু করবে।'

ফের পেলেন আঘাত, ছিটকে গেলেন ডে ব্রুইনে

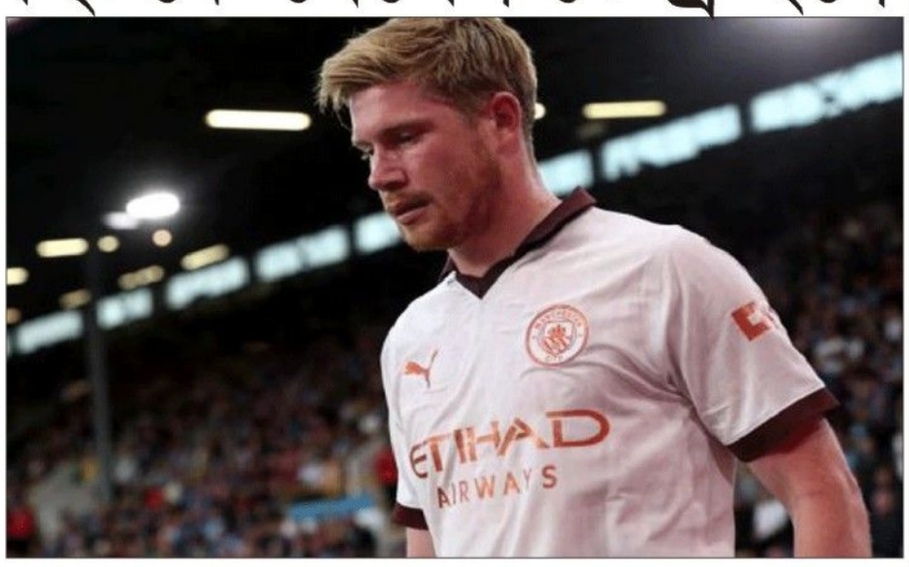

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে পুরোপুরি ফিট হতে না হতেই ফের আঘাত পেয়েছেন কেভিন ডে ব্রুইনে। নতুন মৌসুমের শুরুতেই ছিটকে গেছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার। দলটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে বেলজিয়ান তারকাকে।

গত জুনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রথমার্ধেই মাঠ ছাড়তে হয় ডে ব্রুইনেকে। তাকে ছাড়াই অবশ্য ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ইউরোপ সেরার ট্রফি ঘরে তোলে সিটি। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে জেতে ট্রেবল। এরপর লম্বা সময় বিশ্রামে ছিলেন ডে ব্রুইনে। গত রোববার আর্সেনালের বিপক্ষে কমিউনিটি শিল্ডের ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন তিনি। বদলি নামেন দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচের পর ৩২ বছর বয়সী ফুটবলার বলেছিলেন, পুরোপুরি ফিট হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি।

বার্নলির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গত শুক্রবার প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু করে সিটি। ৩-০ গোলে জেতা সিটির শুরুর একাদশে ছিলেন ডে ব্রুইনে। কিন্তু বেশিক্ষণ খেলতে পারেননি তিনি। চোটে পড়ে ২৩তম মিনিটে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। চলতি গ্রীষ্মে সিটিতে যোগ দেওয়া মাতেও কোভাচিচকে নামান গুয়ার্দিওলা। ম্যাচ শেষে সিটি কোচ ডে ব্রুইনের চোটের অবস্থা নিয়ে কিছুটা ধারণা দেন। তিনি জানান, দুর্ভাগ্যবশত, সে আবারও চোট পেয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো একই জায়গায় এবং তাকে কিছুদিনের জন্য বাইরে থাকতে হবে। চোটের মাত্রার ওপর নির্ভর করছে তার ফেরা, তবে কয়েক সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর দুই মাসের একটা বিরতি পান ডে ব্রুইনে। গুয়ার্দিওলার মতে, বার্নলির বিপক্ষে শুরুর একাদশে থাকার মতো যথেষ্ট ফিট ছিলেন এই ফুটবলার। তিনি বলেন, সে হতাশ, অনেক লড়াই করেছে। খুবই ভালো অনুভব করছিল। তাকে শুরু থেকে ৫০-৫৫ মিনিট খেলাতাম আমি। হতাশায় আচ্ছন্ন হলেও সে কিন্তু শক্তিশালী, ঘুরে দাঁড়াবে।

সম্ভবত এটা আমার ভুল ছিল (তাকে শুরুতে নামানো)। তবে ১৫ কিংবা ২০ মিনিট পর যখন সে চোট পেল, ভুল কিছু মনে হয়নি। ৬৫ মিনিট পরে এমনটা হলে, সেটা হতো ক্লান্ত পেশির কারণে। চিকিৎসক ও তার সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে।

এবার ক্রিকেটেও চালু হচ্ছে 'লাল কার্ড'!

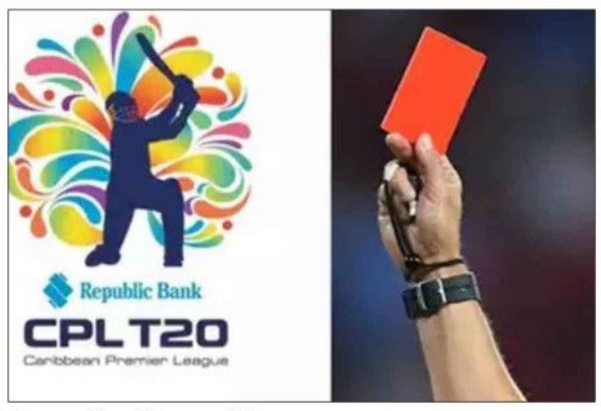

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটের ইতিহাসে একমাত্র লাল কার্ডের সাক্ষী কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ান পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা। 'আন্ডার আর্ম' ডেলিভারির কারণে তাকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন আম্পায়ার বিলি বাউডেন। নিছক মজার ছলে সেবার লাল কার্ড দেখালেও এবারে আনুষ্ঠানিকভাবে 'লাল কার্ডের; প্রচলন আসতে যাচ্ছে ক্রিকেটে।

বৃহস্পতিবার শুরু হতে যাওয়া ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) এর নতুন আসরে মন্থর ওভার রেটের জন্য রাখা হয়েছে এমন শাস্তির বিধান।

মন্থর ওভার রেটে জরিমানা করেও তেমন লাভ না হওয়ায় সিপিএল কর্তৃপক্ষ এবার নিয়েছে এই উদ্যোগ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওভারের কোটা পূরণ করতে না পারলে আম্পায়ার অধিনায়ককে দেখাবেন লাল কার্ড। অধিনায়ক তার দলের যেকোনো একজন ফিল্ডারকে বাইরে বের করে দেবেন। তবে তার আগে সতর্ক হওয়ার পর্যন্ত সুযোগ পাবে দলগুলো।

টি-টোয়েন্টিতে একটি ইনিংসের জন্য সময় বরাদ্দ ৮৫ মিনিট। সিপিএলের আয়োজকরা এবার এই সময় কড়াভাবে পালন করতে চায়। ৮৫ মিনিটে ইনিংস শেষ করতে তাই ৭২ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে ১৭ ওভার। এভাবে ৭৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের ভেতর ১৮, ৮০ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে ১৯ ওভার পুরো করা লাগবে।

১৮তম ওভারের শুরুতে সময় বেশি লাগলে বৃত্তের বাইরে থেকে একজন বাড়তি ফিল্ডার ভেতরে আনতে হবে। ১৯তম ওভারে একই পরিস্থিতি থাকলে দু'জন ফিল্ডারকে তুলে আনতে হবে ভেতরে। তাও যদি শেষ ওভার শুরু করতে দেরি হয় তাহলে একজন ফিল্ডারকে মাঠের বাইরে চলে যেতে হবে।

তবে কঠোর এই নিয়মে কোন দল যেন অন্যায়ভাবে শাস্তি না পায় তাও নিশ্চিত করা হবে। খেলার ভেতরে চোট, ডিআরএস, ব্যাটিং দলের সময় নষ্টের বিষয় আমলে নিয়ে তৃতীয় আম্পায়ারের সময় ক্ষেপণ হচ্ছে কিনা ঠিক করবেন।

মেসির খেলা দেখতে

স্টেডিয়ামে হাজির স্কালোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসিকে দলে ভেড়ানোর পর রীতিমতো উড়ছে ইনটার মায়ামি। আর্জেন্টাইন এই তারকার জাদু দেখতে স্টেডিয়ামগুলোতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে মানুষ। টিকিটের দাম হয় আকাশচুম্বী। তারপরও চাহিদা থাকে তুঙ্গে। মেসির এমন পারফরম্যান্স দেখতে এবার আর্জেন্টিনা থেকে উড়ে এসেছেন তারই জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি। লিগস ক্লাবের কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ সময় শনিবার সকালে শার্লট এফসিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় ইন্টার মায়ামি। যেখানে শেষের গোলটি আসে মেসির পা থেকেই। ম্যাচটিতে উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ।

ড্রাইভ পিঙ্ক স্টেডিয়ামে স্কালোনি প্রবেশ করতেই আর্জেন্টাইন ভক্তরা ঘিরে ধরে তাকে। ছবি তুলতে থাকে পছন্দের কোচের সঙ্গে। পরিবারের সঙ্গে মিয়ামিতে ছুটি কাটাতে আসা আর্জেন্টাইন এই কোচ কথা বললেন মেসিকে নিয়ে। জানালেন সে যখন খুশি থাকে এমনই পারফরম্যান্স দিতে থাকে। স্কালোনি বলেন, 'তিনি বলেন, 'লিওকে (মেসি) দেখতে আমি সপরিবারে এখানে এসেছি। আমি দেখেছি, সে এখানে খুবই সুখী। আর সে যখন খুশি থাকে তখন অন্যদের চেয়ে ভিন্নভাবে সবকিছু করে থাকে।'

ম্যাচটির ৮৬তম মিনিটে গোল পান মেসি। এই গোলে এই নিয়ে মায়ামির হয়ে ৫ ম্যাচ খেলে সবকটিতে গোল করলেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। প্রথম ম্যাচে বদলি হয়ে নেমে দারুণ ফ্রি কিকে গোল করে দলকে জিতিয়ে দেন নাটকীয়ভাবে। পরের তিন ম্যাচেই গোল করেন দেইটি করে। এবার এই ম্যাচের গোল মিলিয়ে ৫ ম্যাচে তার গোল এখন ৮টি। এছাড়াও সহায়তা করেছেন ৩টি গোলে।

'এশিয়া কাপ-বিশ্বকাপে

ভারতের চেয়ে শক্তিশালী পাকিস্তান'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ। চলতি মাসের ৩০ তারিখ পাকিস্তানে শুরু হবে এশিয়া কাপ। বড় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের আগে টিম সাজাতে ব্যস্ত বিভিন্ন দল। কিন্তু ভারত এশিয় কাপ এবং বিশ্বকাপের ঠিক আগে দল নিয়ে করছে পরীক্ষা নিরিক্ষা। এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের ঠিক আগে দল নিয়ে ভারতের এমন পরীক্ষা নিরিক্ষা করার কৌশল দেখে হতাশ পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসার সরফরাজ। শুক্রবার লাহোরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে পাকিস্তানের দল অনেক শক্তিশালী। এই দুই টুর্নামেন্টের জন্য ভারত এখনো সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে পাচ্ছে না। অধিনায়ক পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন খেলোয়াড়দের দিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, ভারতের দল গড়ে ওঠার পরিবর্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

এশিয়া কাপের পর ৫ অক্টোবর ভারতে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ভারত সর্বশেষ আইসিসি ইভেন্ট জিতেছে ২০১৩ সালে। গত ১০ বছর আইসিসির কোনো শিরোপা ঘরে তুলতে পারেনি ভারত। ২০১৩ সালের মতো এবারও বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত।

কেইনের জায়গায়

নতুন অধিনায়ক বেছে নিলো টটেনহ্যাম

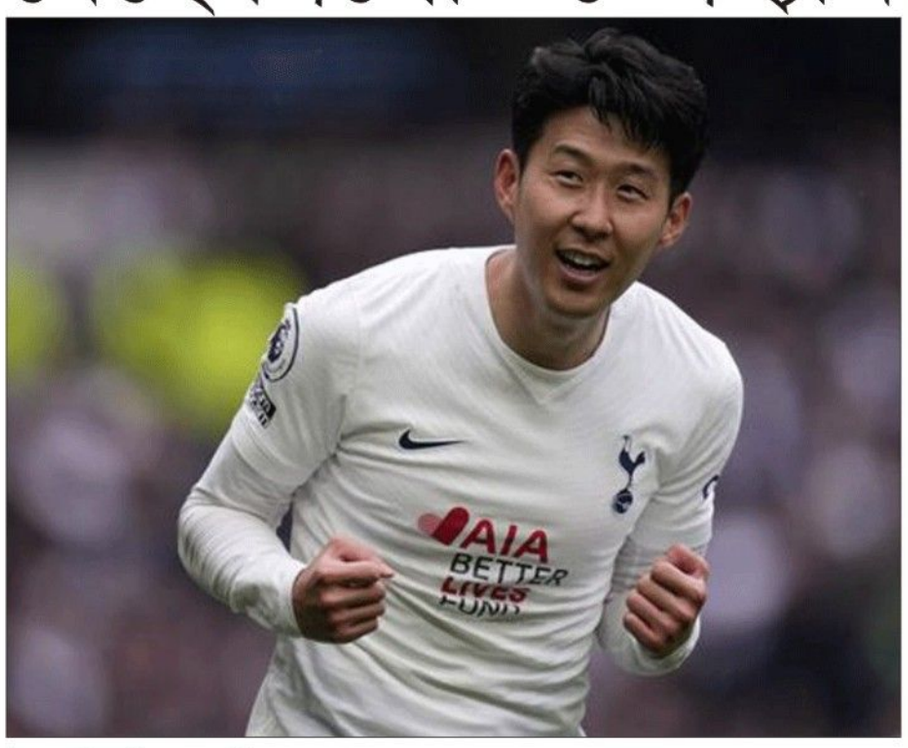

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন অধিনায়ক বেছে নিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটির নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে ফরোয়ার্ড সন হিউং-মিনকে।

টটেনহ্যাম শনিবার (১২ আগস্ট) দক্ষিণ কোরিয়ার এই তারকাকে অধিনায়ক করার খবর জানিয়েছে। তার ডেপুটি হিসেবে থাকছেন মিডফিল্ডার জেমস ম্যাডিসন ও ডিফেন্ডার ক্রিস্তিয়ান রোমেরো।

উগো লরিসের স্থলাভিষিক্ত হলেন হিউং-মিন। গত মৌসুমের শেষ দিকে উরুর চোটে ছিটকে যান গোলরক্ষক লরিস। তার অনুপস্থিতিতে দলের অধিনায়কত্ব করেন সহ-অধিনায়ক হ্যারি কেইন। তবে টটেনহ্যাম ছেড়ে চার বছরের চুক্তিতে শনিবার বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড কেইন। লরিসও ক্লাব ছাড়তে পারেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। এর মধ্যেই নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করল দলটি।

টটেনহ্যামের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৩৭২ ম্যাচ খেলে ১৪৫ গোল করেছেন ৩১ বছর বয়সী হিউং-মিন।

দক্ষিণ কোরিয়া জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক তিনি। এবার ক্লাবকে নেতৃত্ব দেওয়ার পালা।

সম্ভবত বর্তমানে বিশ্বের

সেরা ব্যাটার বাবর : কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমের বিচরণ থেকে রীতিমত মুগ্ধ ভারতীয় ব্যাটার বিরাট কোহলি। তাই তো তার মতে, বর্তমান সময়ে বাবরের চেয়ে এগিয়ে নেই আর কোনো ব্যাটার। এমনকি নিজেকেও এগিয়ে রাখেননি তিনি।

২২ গজের লড়াইয়ে খুব কমই দেখা হয় দু'জনের। কেননা আইসিসি ইভেন্ট ও এশিয়া কাপের বাইরে গত দশ বছর ধরে কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। তাই ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাবরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কোহলির। সেদিন বাবরের চোখে সম্মান দেখেছিলেন তিনি। সেটা আজও বদলায়নি বলে জানান এই ব্যাটার।

গত বছর স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাবরকে নিয়ে কোহলি বলেন, 'আমার সঙ্গে তার (বাবরের) প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে ম্যানচেস্টার ম্যাচের পর। অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকে আমি ইমাদকে (ওয়াসিম) চিনি এবং সে এসে বলে, বাবর আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। এর পর আমরা দু'জনে (বাবর-বিরাট) বসি ও খেলা নিয়ে আলোচনা করি।'

'প্রথম দিন থেকেই সে আমাকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছে এবং সেটার পরিবর্তন হয়নি। সব ফরম্যাট মিলিয়েই সম্ভবত বর্তমানে বিশ্বের সেরা ব্যাটার। ধারাবাহিকভাবে সব ফরম্যাটেই সে পারফরম্যান্স করে। তাকে খেলতে দেখাটা আমি সব সময়ে উপভোগ করি।'

কোহলির সঙ্গে বাবরের প্রায়শই তুলনা করা হয়। যদিও কোহলির অনেক পরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসেছেন বাবর। আট বছরের ক্যারিয়ারে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১২ হাজার ৩৪৬ রান করেন পাকিস্তানের এই ব্যাটার। অন্যদিকে কোহলি ওয়ানডে ফরম্যাটেই করেছেন ১২ হাজার ৮৯৮ রান। টি-টোয়েন্টিতে পেরিয়েছেন ৪ হাজার রানের মাইলফলক। টেস্টে আছেন ৯ হাজের রানের দোরগোড়ায়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR